জুলাইয়ের চিঠি

নুজহাত নাদিয়া নুর

পড়াশোনা : একাদশ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : সরকারি কেশবচন্দ্র কলেজ

ঠিকানা: ঝিনাইদহ সদর, ঝিনাইদহ

ফোন নম্বর: ০১৮৪৪৩৮৯৪৯৪

জানালার ধারে বসে চিঠি লিখছে এক তরুণী। বাইরে বাতাস উঠেছে। আকাশেও কালো মেঘ জমেছে। একটু পরেই ঝুম করে বৃষ্টি নামবে। বৃষ্টি নামার এই আগ মুহূর্তটা মাহিরার খুব প্রিয়। আকাশের সাথে কালো মেঘের লুকোচুরি দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যায়। জানালার পাশে বিরাট কদম গাছ ফুলের ডালি নিয়ে নতুন রূপে সেজেছে। ভ্রমরের গুঞ্জনে মুখরিত চারপাশ। ছাদে রেইনলিলিও ফুটেছে - যেগুলো তার খুব শখের। ভাইয়া গত বছর ওগুলো তাকে উপহার দিয়েছিলো এজন্য রেইনলিলি গুলোর প্রতি আরো বেশি মায়া। কবে থেকে প্রতিক্ষায় আছে ফুল ফোটার। আজ দুইদিন হলো ফুল ফুটেছে। কিন্তু এসবের কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই তার।

সীমাহীন শুন্যতা তাকে গ্রাস করেছে। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে কপালে। চোখেও স্রোতস্বিনী বইছে। পাশে বিছানায় চুপচাপ চোখ বুজে মা শুয়ে আছেন। পাশের চেয়ারে বসে বাবা হয়তো কিছু বলতে চাচ্ছেন, কিন্তু পারছেন না। শুধু কান্নাভেজা স্বরটুকু টের পাই।

• • •

তারা কেউই ব্যবহার করতে পারছে না স্বাধীনতার ভাষা। কেবল তুই পারিস, ভাই। পারিস না?

এখানে কিছু করার নেই। বাতাস কেবল স্বাধীনতার গন্ধ বয়ে নিয়ে আসে, প্রতিরোধ নয়। তবে, আমার ঘর আর ঘর নেই, ঘর মানেই এখন এক নিঃশব্দ কারাগার। জানালার ফাঁক দিয়ে দৃষ্টি চলে যায় কদম তলার নিচে তুই যেখানে ঘুমিয়ে আছিস।

তুই বলেছিলি— **"সত্যকে প্রকাশ করতে হলে কাউকে না কাউকে মরতে হয়।"**
আমি তখন উৎকর্ণ হয়েছিলাম, ভয় পেয়েছিলাম।
তোর জেদ, তোর একরোখা চেহারা, তোর জলভেজা চোখ—
আমার মায়েরও সেসব মনে পড়ে, এখনো।
বাবা এখন আর কথা বলে না। শুধু তোর চলে যাওয়ার স্মৃতি চারণ করে। মাঝে মাঝে আমার দিকে চেয়ে বলে,
"তুই ওকে থামাতে পারলি না?"

• • •

আমি কিছু বলি না। কাঁপা কাঁপা হাতে চায়ের কাপ ধরি, তবু ঠোঁট পর্যন্ত নিতে পারি না।
মায়ের চোখের নিচে কালচে ছায়া, ঠিক যেদিন থেকে তুই গেছিস।

আমার চিঠির শব্দে মায়ের দৃষ্টি উঠে আসে, কিন্তু কথা বলে না।
তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাকে একদৃষ্টিতে, যেন তুই এখনো পাশে বসে আছিস।

ফেসবুক লাইভে তোর শেষ ভিডিওটা বারবার দেখি—
চোখের মনির মতো আগলে রাখি।
তুই বলেছিলি—
"আমাদের ভয় নেই, আমরা লড়বো। যদি মৃত্যুও হয় আমরা পিছু হটবার নয়।"

• • •

আমি তোর কণ্ঠস্বরের ভেতর মজলুম মানুষের ডাক শুনতে পাই।
আমি শ্বেত পায়রার মুক্ত ডানায় তোকে খুঁজে পাই।
স্বাধীন দেশের প্রতিটি দেওয়ালে- লিখনে তোকে খুঁজে পাই।
স্বাধীনতা শব্দ যে তুই রক্ত দিয়ে কিনেছিস।
তবু কেউ বলে না তোর নাম,
তোর একটা চিঠিও কেউ পড়েনি।

তাই আমি লিখছি—
তুই আমার কল্পনার চেয়ে বেশি।
তোর সাহস মিশে গেছে আমার নিঃশ্বাসে।
এখন তোর কণ্ঠ আমি বলতে পারি:

মাথার রক্তে লিখবো পৃথিবীর সব দ্রোহ।
নব ভুবন গড়তে ছুটবো আবার
ঝেড়ে ফেলে সব মোহ।

তোর আত্মার মিছিলেই আছি,
আর তোর কণ্ঠ আমি কাঁদতে দেবো না।"

— তোর বোন